ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 017 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৭ ● কলকাতা ● ০৩ মাঘ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ!
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রভাবশালী নেতার ছায়াতলে প্রশাসন, হত্যা-চক্রান্তে সাংবাদিক পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন | দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রকাশ্য দিবালোকে অন্যায়-অপরাধ ঘটে গেলেও আজ সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছে না। বাম আমলের ভয়াবহ দিনের স্মৃতি ম্লান করে দিয়ে তৃণমূল শাসিত বাংলায় বহু এলাকায় আতঙ্ক যেন আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাংশে এমনই এক প্রভাবশালী নেতা, যিনি বামফ্রন্ট আমলে 'হিটলারের শাসন' কায়েম করেছিলেন, বর্তমানে শাসকদলের ছত্রচ্ছায়ায় একছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ অনুযায়ী, ওই নেতার ইশারাতেই চলছে জেলা প্রশাসনের একাংশ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে শুরু করে স্থানীয় থানার পুলিশ পর্যন্ত। ভয়ের জেরে মুখ খুলতে নারাজ রাজ্যের আধিকারিকরাও। আর এই ক্ষমতার রাজনীতির মাঝখানে পড়ে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে চরম অত্যাচার, হুমকি ও ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার এবং তাঁর পরিবার।

অভিযোগ আরও গুরুতর। সাংবাদিকতার কারণেই মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে হারাতে হয়েছে তাঁর জ্যাঠামশাই দুখিরাম সরদারকে—যার মৃত্যু আজও রহস্যে মোড়া। অভিযোগ উঠেছে, প্রভাব খাটিয়ে ভুয়ো মৃত্যুসনদ ও নথি তৈরি করা হয়েছে, এমনকি মৃত ব্যক্তির জীবিত স্ত্রী আছে বলে জাল কাগজ বানানোর চেষ্টাও হয়েছে। কলকাতার বিদ্যাধরপুরের বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে (বাসন্তী সদ্দার) এই এলাকার বাসিন্দা ও মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সদস্য হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ।

একদিকে হত্যার ছক, অন্যদিকে পৈত্রিক সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা—এই দুই চাপেই দীর্ঘদিন ধরে কোণঠাসা সাংবাদিক পরিবারটি। অভিযোগ, কোনও নোটিস ছাড়াই একের পর এক জমির রেকর্ড বদলে দেওয়া হয়েছে অন্যের নামে। প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরে জানিয়েও মেলেনি কোনও সুরাহা। বরং বেড়েছে হয়রানি, হুমকি ও জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা।

ভয়াবহ অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। প্রভাবশালী ওই নেতার মদতে কুখ্যাত সুপারি কিলার ভৈরব মণ্ডলকে দিয়ে সম্পাদককে খুনের চুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। পরিবারের সদস্যরা রাস্তায় বেরোলেই টার্গেট করে হেনস্তা করা হচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা-মাকে প্রতিনিয়ত হুমকি—"সব জমি কেড়ে নেওয়া হবে, বড় ছেলে মৃত্যুঞ্জয় বাঁচবে না।"

স্থানীয় থানায় একাধিক অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ কার্যত 'নীরব দর্শক'। অভিযোগকারীর দাবি, আইন ও অপরাধী যেন একই সুতোয় বাঁধা। এমনকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিক চিঠি দিয়েও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি।

হাইকোর্টে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করলে আদালত নিরাপত্তা দেওয়া ও সমস্ত এফআইআর সঠিকভাবে তদন্তের নির্দেশ দিলেও বাস্তবে পুলিশ তদন্তের নামে হয়রানি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। সত্য উদঘাটনের বদলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। একাধিক অভিযোগ ও আবেদন সত্ত্বেও নিরাপত্তা তো দূরের কথা, অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলেছে বলে তাঁর দাবি।

রাজ্যে প্রশাসনের সর্বোচ্চ মহল দাবি করলেও যে "সব ঠিকঠাক চলছে", বাস্তব চিত্র যেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই এই সমস্ত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ ও সিবিআই তদন্তের জোরালো দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

প্রশ্ন উঠছে—

প্রভাবশালীর সামনে কি নতজানু প্রশাসন?

বাংলায় কি আজ সত্য বলা মানেই মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি?

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কি তবে টিকে থাকবে?

পর্ব 176

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর বিশেষ করে এই তুলনা কেবল আর্থিক স্তরেরই হয়। আগের থেকে অনেক ভাল আর্থিক স্থিতি হয়ে গেছে- এই কথা বিশেষ করে মানুষের মনে আসে। কিন্তু তুমি তখনও সুখী ছিলে না, এখনও সুখী নও। তখন ধন ছিল না, এইজন্যে দুঃখী ছিলে। আজ ধন আছে, কিন্তু "তখন ধন ছিল না" এইজন্য আজ দুঃখী।

ক্রমশঃ

বাংলায় নয়া প্রকল্প ছানিশ্রী!'
SIR-এ 'মৃত ভোটার' তোপ জ্ঞানেশকে, হিরণের 'ইচ্ছা' ফাঁস অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের জন্য বাংলায় নতুন প্রকল্প ছানিশ্রী চালু করতে হবে। এসআইআর-এর মাধ্যমে জীবিত ভোটারদের মৃত ঘোষণায় সুর চড়ালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরে রণসংকল্প সভা থেকে তিনি নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও

এরপর ৫ পাতায়

বিষাক্ত নেশার জালে পড়ে যুবসমাজের ভবিষ্যত বিপদে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ দিনাজপুর: জেলায় নেশা সামগ্রীর তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে। কী নেই সেই তালিকায় কাশির সিরাপ, আঠা, ঘুমের ওষুধ, ব্যাথার ইঞ্জেকশন থেকে ব্রাউন সুগার! সন্ধে নামলেই নেশা খোরদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠছে কিছু নির্জন জায়গা। সেই তালিকায় কলেজপড়ুয়া থেকে শিশু বাদ যচ্ছে না কেউ। প্রশাসনিক ঢিলেমিতে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে নেশা আসক্তদের সংখ্যা। জেলা পুলিশের তৎপরতায় কার্যত চোলাই শূন্য হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ এলাকা।বহু এলাকায় ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে চোলাইয়ের ঠেক।

পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভাটিখানা। কিন্তু পিছু ছাড়ছে না,উইথড্রোল সিনড্রোম এর অভিশাপে বিপজ্জনকভাবে ঘুমের ওষুধ মরাফিনজাত কাশির সিরাপ,ব্রাউন সুগারের মতো এই সব নেশা। কিন্তু কোথায় চলে এই ঠেক? হুঁশ আছে কি প্রশাসনের ?

স্কুল ,কলেজের মাঠে ,সিনেমা হল ,ফাঁকা নির্জন জায়গা পেলেই বসে এই নেশার আসর। সেখানে নেশা হয় মূলত গাঁজা ও আঠার। দক্ষিন দিনাজপুরের হিলি, বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর সহ বহু জায়গায় দিনে দিনে বাড়ছে নেশাগ্রস্থ মানুষের সংখ্যা।বালুরঘাট শহরের বাসস্টপ, কলেজপাড়া নদীপাড়,শশ্মান এলাকা পার্ক, অন্যদিকে গঙ্গারামপুরের হাইস্কুল পাড়া,রবীন্দ্রভবন এলাকা, গলাকাটা কলোনি,গঙ্গারামপুর বুনিয়াদপুর চৌমাথা মোড় সহ গ্রামেগঞ্জে বহু এলাকায় একদম সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এই মাদক দ্রব্য ।

মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে মিলছে এক পুরিয়া ব্রাউন সুগার। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের কাছে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য থাকা সত্বেও শুধুমাত্র নজরদারির অভাবে সমানেই চলছে রমরমিয়ে ব্যবসা ।ওষুধের দোকানগুলিও ঘুমের ওষুধ ও কাশির সিরাপ বেঁচে লাভের অঙ্ক দিনে দিনে বাড়িয়ে নিচ্ছে।এলাকা জুড়ে চোলাই মদ শূন্য হলেও নেশা কিন্তু পিছু ছাড়ছে না।

নেশায় এত পরিমাণে আসক্ত করে দিয়েছে যে ঘুম না এসে মাথা ঝিমঝিম করছে ফলে একটি ঘুমের জন্য মানুষ ছুটছে ওষুধের দোকানে। কেউ ঘুমের ওষুধ চাইছেন,কেউ বা কাশির সিরাপ।ডাক্তার দেখানো সামর্থ্য নেই।প্রেসক্রিপশন ছাড়াই চলছে ওষুধ বিক্রি । ফলে ওষুধ ও কাশির সিরাপ বিক্রি করেই সমানে লাভবান ঔষুধ বিক্রেতারা পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্রাউন সুগারের রমরমা ব্যাবসা।

তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বিপজ্জনক নেশার তালিকায় রয়েছে আঠা। আঠার নেশা আক্রান্তদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি স্কুল পড়ুয়া, কলেজ পড়ুয়া যেমন আছে, শিশুরাও নেশায় চূড়ান্ত ভাবে আসক্ত হয়ে পড়ছে। একটি প্লাস্টিকের মধ্যে টিউব থেকে আঠা ঢেলে সেটা নিশ্বাসের সঙ্গে নাকমুখ দিয়ে টেনে আচ্ছন্ন থাকছে আসক্তরা।

মুদিখানা থেকে পান সিগারেটের দোকান সর্বত্রই মেলে এই আঠা। নেশা আসক্তরা কথায়, "পকেটে ভরে কোথাও আড়ালে চলে এলেই হল। নেশা করার জন্য কোনও হ্যাপা নেই। চাই স্রেফ একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট।এই নেশার সঙ্গে চলছে, বেশ কিছু কাফ সিরাপও। চায়ের দোকানে বসে, গোপনে দিব্যি চলছে সেই সব নেশার ঠেকও। অবৈধ ভাবে কাফ সিরাপ পাচারে জেলায় বহু বার অনেক পাচারকারীরাও ধরা পড়ছে পুলিশের জালে।তবুও হাল ফেরেনি এই ব্যবসায় ।

জেলা পুলিশের কর্তাদের বক্তব্য,যে সমস্ত দোকানগুলির নেশার ওষুধ দিতে অস্বীকার করেছেন, সেই সমস্ত এলাকায় বেড়ে গিয়েছে ব্রাউন সুগারের বিক্রি। কিছু মাসে বেশ কয়েকজন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।গ্রেফতার হয়েছে বেশ কিছু ড্রাগ প্যাডলার ও ড্রাগ সেলারও নেশাজাত দ্রব্যগুলি শহরে যাতে না ঢুকতে পারে, সেদিকে নজর দিক প্রশাসন।

ফালাকাটায় বেশ কয়েক হাজার জমির পাট্টা না থাকায়, হাউস ফর অল আবেদন থেকে বঞ্চিত বাসিন্দা

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

ফালাকাটা শহরে হাউস ফর অল প্রকল্পের আওতায় ঘর দেওয়ার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে জমির পাট্টা ও বৈধ কাগজপত্রের অভাবে প্রায় ১৫ হাজার বাসিন্দা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারছেন না বলে অভিযোগ। পুরসভা এলাকায় বসবাসকারী বহু মানুষের নিজস্ব জমির পাট্টা, খতিয়ান বা মালিকানার নথি না থাকায় তাঁরা কার্যত এই সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

ভূমি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ফালাকাটায় রেজিস্ট্রি জমি, হাটের জমি, উদ্বাস্তু কলোনি ও বিভিন্ন সরকারি জমিতে বহু মানুষ কয়েক দশক ধরে বসবাস করে আসছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত থাকাকালীন তাঁরা খাজনা, সম্পত্তি কর ও বিদ্যুৎ বিল নিয়মিত পরিশোধ করলেও পুরসভা গঠনের সাড়ে তিন বছর পরও অধিকাংশের জমির স্থায়ী কাগজপত্র মেলেনি। ফলে ব্যাংক ঋণ বা অন্যান্য সরকারি সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

পুরসভার চেয়ারম্যান অভিজিৎ রায় জানিয়েছেন, জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ল্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কমিটির মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পাট্টার জন্য আবেদন করা ২৭৩ জনকে দ্রুত পাট্টা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাঁদের

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ফালাকাটায় বেশ কয়েক হাজার জমির পাট্টা না থাকায়, হাউস ফর অল আবেদন থেকে বঞ্চিত বাসিন্দা

কাগজপত্রে সমস্যা রয়েছে, তাঁদের ভূমি সংস্কার দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে শহরের বহু বাসিন্দা জানান, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর তাঁরা পাট্টা পাওয়ার আশায় আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় পার হলেও অনেকেই কোনও স্পষ্ট তথ্য পাননি। ফলে এখন হাউস ফর অল প্রকল্পেও আবেদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

নাগরিকদের দাবি, দীর্ঘদিন বসবাসকারীদের জমির অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি হাউস ফর অল প্রকল্পে আবেদন করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুরসভা।

ঝাড়খণ্ডে খুন বাংলার ফেরিওয়ালা? রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় জাতীয় সড়ক-ট্রেন অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলার এক ফেরিওয়ালাকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ঘিরে রণক্ষেত্র মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। ফেরিওয়ালার দেহ গ্রামে ফিরতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। অবরোধ করা হয়েছে বেলডাঙা স্টেশনও। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। মৃতের নাম, আলাই শেখ (৩০)। তাঁর বাড়ি বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'গত পরশু থেকে ফারাক্কা থেকে চাকুলিয়া পর্যন্ত যে আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি দেখা যাচ্ছে, তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙায় জাতীয় সড়কটি প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে সমাজবিরোধীদের দ্বারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ রয়েছে। অবিরাম পাথর ছোড়া হচ্ছে। ট্রেনগুলো জোর করে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এলাকাটি দুষ্কৃতী, গুন্ডা ও মাস্তানদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত পুলিশের কোনও পদক্ষেপের চিহ্ন নেই। হাজার হাজার যাত্রী আটকে পড়েছেন, যারা ভীতসন্ত্রস্ত এবং খাদ্য ও জল ছাড়াই রয়েছেন। কোনও পরিত্রাণের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আমি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি-কে বাহিনী মোতায়েন করে এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। বার্তাটি খুবই স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সমাজবিরোধী ও দাঙ্গাবাজরা দখল নিচ্ছে, যাদের প্রতি শাসক তৃণমূল কংগ্রেস পার্টির সমর্থন রয়েছে, যাতে তারা স্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাহত করার জন্য যখন যা খুশি করার অবাধ সুযোগ পায়।'ঝাড়খণ্ডে ফেরিওয়ালার কাজ করতেন। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামে তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছোয়। ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, যুবককে পিটিয়ে খুন করার পর তাঁর দেহ ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারি ও শাস্তির দাবি চেয়ে পথে নেমেছেন তাঁরা।

পরিবারের অভিযোগ, বাঙালি হওয়ার কারণেই যুবকের এই পরিণতি। প্রতিবাদে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয়রা। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রধান এই সড়কে গাড়ির যানজট শুরু হয়েছে। টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ চলছে। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক। ট্রাক এবং গাড়ি ভাঙচুর শুরু করেছে উত্তেজিত জনতা। কয়েক'শো পণ্যবাহী ট্রাক ও বাস আটকে পড়েছে। পাশাপাশি রেল অবরোধ করেছে বাসিন্দারা। লালগোলা থেকে শিয়ালদা যাওয়ার ট্রেন আটকে রয়েছে। পাথর ছুড়ছে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

তবে জাতীয় সড়ক থেকে দেহ সরিয়ে নিয়েছে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশ কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বেলডাঙায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা সাংবাদিক, রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুর্শিদাবাদ: খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ভয়াবহ হামলার শিকার হলেন জি-২৪ ঘণ্টা-র সাংবাদিক সোমা মাইতি । অভিযোগ, বেলডাঙায় তাঁকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করা হয়। হাত ও পায়ে জুড়ে গুরুতর আঘাত লাগে তাঁর। অতর্কিত এই হামলার পরে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন সোমা। শুক্রবার বেলডাঙার ঘটনা অনেককে সেই পর্বের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, ভোটের আগে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা শাসক দলের জন্য ভাল নয়। প্রশাসনিক ভাবেই এই প্রবণতাকে দমন করা উচিত।কাঁদতে কাঁদতে সোমা বলেন, 'এত বছর সাংবাদিকতা করছি, এমন ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়িনি কখনও। দু'জন আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। একজন চুল ধরে টানছিল, কেউ পা ধরে, কেউ জামা ধরে টানছিল। শরীরের এখানে ওখানে হাত দিচ্ছিল। আমার মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।'

সোমার আরও অভিযোগ, ঘটনার সময় পুলিশ ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। তাঁর কথায়, 'বারবার পুলিশকে ডাকলেও কেউ উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। যে ক'জন স্থানীয় মানুষ আমাকে বাঁচাতে এসেছিলেন, তাঁদেরও মারধর করা হয়। আমাদের ক্যামেরাম্যানের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

বেলডাঙায় কী ঘটেছিল?

এই হামলার পটভূমিতে রয়েছে ঝাড়খণ্ডে এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু। শুক্রবার সকালে মৃতদেহ গ্রামে ফিরতেই উত্তাল হয়ে ওঠে বেলডাঙা। জাতীয় সড়ক অবরোধ ও রেল রোকো কর্মসূচিতে নামেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সুজাপুর-কুমারপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

কমিশন অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রাহ্য না করতেই ফুঁসে উঠলেন মমতা

এসআইআর-র হিয়ারিংয়ে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে সরব রাজ্যের শাসকদল। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে একাধিকবার চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এসআইআর হিয়ারিংয়ে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রাহ্য না হওয়া নিয়ে কমিশনকে তোপ দাগলেন তিনি।অন্য রাজ্যে সব কিছু অ্যালাউ করা হচ্ছে। শুধু বাংলার বেলা কিছু অ্যালাউ নয়। চেয়ারের মর্যাদা রক্ষা করুন। চেয়ারের নিরপেক্ষতা রক্ষা করুন। মানুষ আপনাকে সম্মান জানাবে।" একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "মানুষের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব। এই লড়াই চলছে, চলবে। আগামিদিনে আরও জোরদার হবে।"শুক্রবার শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে কমিশনকে তিনি নিশানা করেন। কেন মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে হিয়ারিংয়ের জন্য নথি হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে না, সেই প্রশ্ন তোলেন। এসআইআর-র জন্য ১৩টি নথির উল্লেখ করেছিল নির্বাচন কমিশন। এরপর মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কি না, তা নিয়ে কমিশনে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল রাজ্যের সিইও দফতর। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়ালকে চিঠি দিয়ে কমিশন জানিয়ে দেয়, এসআইআর-র নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড গ্রাহ্য হবে না।

এদিন শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কমিশনকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেই জন্ম শংসাপত্র হিসেবে আমরা গ্রহণ করি। আজ ২ মাস বাদে হঠাৎ করে যদি বলে, আবার নতুন করে চ্যাপ্টার খোলো, এটা গ্রহণ হবে না। সুপ্রিম কোর্ট বলা সত্ত্বে বলছে, আধার কার্ড গ্রহণ হবে।

অনেক জেলায় জনজাতিদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সব জায়গায় গ্রহণ করা হচ্ছে, বাংলায় বলছে হবে না। ভোট কি তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ২ জন মিলে করবেন? আর বিজেপি মিলে।

তাহলে তো এক শতাংশ ভোটারও থাকবে না।" এরপরই তিনি বলেন, "প্রতিদিন হোয়াটসঅ্যাপে নোটিস পাঠাচ্ছে। এই ২ মাসে ২০০ বার নোটিস এসেছে। বিএলও-রা চাপে পাগল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ১০০ জনের মতো লোক মারা গিয়েছে।

কী সাংঘাতিক পরিস্থিতি। এরা ইচ্ছে করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। বিজেপির প্ল্যান এটা। নিজেরা ভোটে পারবে না।

তাই ঘোঁট পাকাচ্ছে। যাদের হিয়ারিংয়ে ডাকবে বা নাম বাদ দেবে, তারা ফর্ম জমা করুন। কোর্টে মামলা হয়েছে। আদালতের উপর ভরসা রাখুন।" দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিশানা করে মমতা বলেন, "অন্য কোনও রাজ্যে হচ্ছে না এগুলো।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঁচিশতম পর্ব)

অন্ধকার থেকে আলোতে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। পণ্ডিত কলহনের মতে, সরস্বতী দেবী হংসের রূপ ধারণ করে ভেড়গিরি শৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন। এ ধরনের ধারণা সঙ্গত কারণ হংসবাহনা সরস্বতীর মূর্তি তো প্রচুর পাওয়া যায়। তিনি এ বাহন ব্রহ্মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতী দেবীর বাহন কিন্তু পাখি নয়। বেদে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

বেলডাঙায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলা সাংবাদিক, রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মার

তীব্র ক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

মৃত শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখ (৩৭), বেলডাঙার সুজাপুর-কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। পেশায় ফেরিওয়ালা আলাউদ্দিন কাজের সূত্রে ঝাড়খণ্ডে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সেখানে তাঁর থাকার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার ও আত্মীয়দের দাবি, এটি আত্মহত্যা নয়—পরিকল্পিতভাবে মারধর করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরও অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক হওয়ার কারণেই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছিল।

এই অভিযোগ ঘিরেই এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বেলডাঙা। সেই পরিস্থিতিতে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন জি-২৪ ঘণ্টার সাংবাদিক সোমা মাইতি। পরে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাম জমানার শেষ দিকে একটা সময়ে সাংবাদিকরা মারধর করা ও হেনস্থা করা প্রায় রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তখন কেশপুর, গোঘাট পর্ব চলছে। সাংবাদিকদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হত। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে এ ব্যাপারে একবার প্রশ্নও করা হয়েছিল। তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রশ্নকর্তার দিকে একবার তাকিয়ে গট গট করে হেঁটে বেরিয়ে যান। পরবর্তী কালে সিপিএমের দলের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়েছিল কিনা জানা যায়নি। তবে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা বিক্ষিপ্তভাবে সেই পর্বে বেশ কিছু দিন ধরেই চলেছিল।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে পুষ্পনির্মিত অঙ্কুষ এবং রক্তপদ্ম ধারণ করেন। কুরুকুল্লার মন্ত্র তান্ত্রিক ষট্‌কর্মে আকর্ষণ বশীকরণাদি কার্যে ব্যবহৃত হইত" (বিনয়তোষ ৩৬)।

রত্নসম্ভব কুলে পালযুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় মাতৃকা সম্ভবত বজ্রতারা,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

বাংলায় নয়া প্রকল্প ছানিশ্রী!' SIR-এ 'মৃত ভোটার' তোপ জ্ঞানেশকে, হিরণের 'ইচ্ছা' ফাঁস অভিষেকের

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে।উল্লেখ্য, বছর দুই আগেই হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দলবদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই সময় শোনা যায়, ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন হিরণ। অজিত মাইতির সঙ্গে হিরণের একটি ছবি প্রকাশ্যে আসার পর জল্পনা আরও বেড়ে যায়। যদিও সে সময় অভিষেকের এই দাবি প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। এমনকী সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবিও করেছিলেন তিনি। এবার মেদিনীপুরের সভা থেকে অভিষেক ফের একই দাবি করায় নতুন করে শুরু রাজনৈতিক বিতর্ক।এদিনের সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজকের সভাতেও তিন জনকে হাজির করাব। জীবিত লোককে মৃত দেখিয়েছে। কমিশনের গায়ে জ্বালা হচ্ছে। অভিষেক নিজের সভায় কী করে এঁদের উপস্থিত করছে? আরও এক জনকে করতাম, তিনি অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর আজ সন্তান হবে। অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমারদের নির্দেশে জীবিতদের মৃত দেখাচ্ছে, যাতে তাঁরা ভোট দিতে না পারেন। কারও ভোটাধিকার যেন কাড়া না হয়। দেখতে হবে। বিজেপির ক্ষমতা থাকলে হার্মাদগুলোকে বার করুক, যাঁদের নাম করলাম।' এরপরেই সভাতে তিনজন মৃত ভোটারকে নিয়ে হাজির করেন অভিষেক। বিজয় মালি, মঙ্গলি মান্ডি নামে দুই জন ভোটারকে হাজির করানো হয়। এরপরেই তৃণমূল সাংসদ বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের জন্য বাংলায় নতুন প্রকল্প চালু করতে হবে। চোখের ছানি অপারেশন করার জন্যে প্রকল্পের নাম হবে ছানিশ্রী। এঁরা জীবিত ভোটারকে দেখতে পাচ্ছে না। যেহেতু বিজেপি ফর্ম জমা দিতে পারেনি সেহেতু নির্বাচন কমিশন সময়সীমা বাড়িয়ে ১৯ তারিখ করেছে। যদি বিজেপি নেতা ইআরও'র কাছে ১০টির বেশি ফর্ম জমা দিতে আসে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের পাশাপাশি একটু ডিজে বাজিয়ে দেবে ভদ্র ভাবে।'

রাজনৈতিক ময়দান বদলের ইঙ্গিত

জেলায় বিজেপির দুই বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়ে তদ্বির করছেন। কিন্তু জনতার দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে সেই দরজা বন্ধ রেখেছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার মেদিনীপুরের রণসংকল্প সভা থেকে সে কথাই শোনালেন তিনি। মেদিনীপুরের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন,'আমি নাম বলব না। তবে এখানে বিজেপির দু'জন বিধায়ক রয়েছে। এই দুই জনই আসতে চেয়েছিল। আমি আসতে দিইনি।' তিনি আরও বলেন,'সিপিএমের হার্মাদরাই আজ বিজেপির জল্লাদ হয়ে উঠেছে। যতদিন আমরা আছি, ততদিন তৃণমূলে ওদের জন্য দরজা বন্ধ।' খড়গপুরের বিজেপির তারকা বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'এই তো অজিত মাইতির (জেলা তৃণমূল সভাপতি) সঙ্গে হিরণ আমার অফিসে এসেছিল। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছিল। নিইনি। এখনও মেদিনীপুরের ২ বিজেপি বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। কিন্তু এখানের জনতার দাবি মেনে, ইচ্ছের কথা ভেবে আমরা দরজা বন্ধ রেখেছি।'

একই সঙ্গে খড়গপুরে সংগঠন বাড়ানোর বার্তা দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য,'খড়গপুর তৃণমূলকে জেতাতে হবে। খড়গপুরের দায়দায়িত্ব আমার। যা লাগবে খড়গপুরের মানুষের জন্য, আমি দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা করব।' বিজেপিকে কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, 'বিজেপিকে তো আপনারা অনেক সুযোগ দিলেন। বিধায়ক ছিল, ১৯ থেকে ২৪ পর্যন্ত সাংসদ ছিল। কিছু তো পাননি। উল্টে আমাদের অধিকার বন্ধ করে রেখেছে।' তাঁর অভিযোগ, বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের কারণেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি। শুক্রবার সভা থেকে অভিষেক বলেন, 'এই মেদিনীপুরের মাটিতেই একজন গদ্দার জেলযাত্রা বাঁচাতে অমিত শা-র পদলেহন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন।'

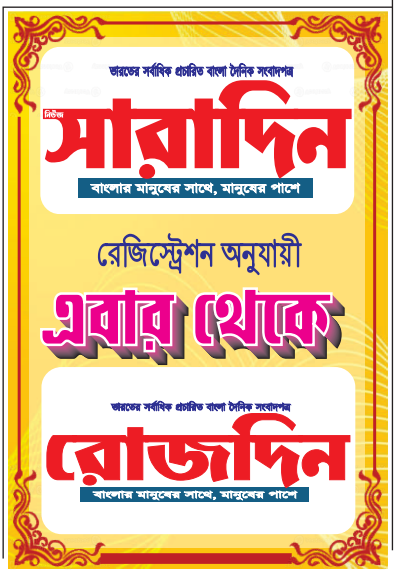

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুমকি হাদির ইনকিলাব মঞ্চের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চট্টগ্রাম: ভারতের মানচিত্র থেকে সেভেন সিস্টার্সকে আলাদা করার হুমকি দিয়েছিলেন হিযবুত তাহরীর জঙ্গি শরিফ ওসমান হাদি। আর শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) তার সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চের তরফে চট্টগ্রামকেই বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেওয়া খোদ দেশের মানচিত্র থেকে ভূখণ্ডকে আলাদা করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।সভায় ইসলামি জঙ্গি তথা জুলাই ঐক্য চট্টগ্রামের প্রধান সমন্বয়কারী আবরার হাসান রিয়াদ বলেন, 'হাদি ভাইয়ের হত্যা মামলায় তাড়াহুড়া করে ভুল চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে। চার্জশিটে ভুল তথ্য রয়েছে। আমাদের ইনকিলাব মঞ্চের ভাইয়েরা এসব ভুল আদালতের সামনে তুলে ধরেছেন। মূল আসামিদের গ্রেফতার করে অভিযোগপত্র সংশোধন না করলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।'গত ১২ ডিসেম্বর ঢাকার বাংলামোটরের কাছে ভোটপ্রচারে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জয়েশ-ই মহম্মদের বাংলাদেশ শাখা ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরোফ ওসমান হাদি। টানা ছয়দিন জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পরে গত ১৮ ডিসেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিঙ্গাপুরের এক হাসপাতালে মারা যান। এদিন জুমার নমাজের পরে হাদি হত্যার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল ইনকিলাব মঞ্চের চট্টগ্রাম নগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা-কর্মীরা। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। শেষ হয় কাজীর দেউড়ি মোড়ে গিয়ে।

মিছিল শেষে পথসভায় ইনকিলাব মঞ্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক রাফসান রাকিব তদারকি সরকারের উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলেন, 'হাদি হত্যা মামলার চার্জশিটে সঠিক তথ্য উঠে আসেনি। তদারকি সরকার আমাদের সঙ্গে টালবাহানা করছে। এই চট্টগ্রামের মাটি থেকে ঘোষণা দিচ্ছি, যদি আপনারা টালবাহানা করতেই থাকেন, তাহলে চট্টগ্রামকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।' দেশ থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার হুঙ্কার শোনার পর হাততালির ঝড় বয়ে যায়।

মহাকাল মন্দিরের শুভ শিল্যোন্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী

শুক্রবার শিলিগুড়িতে প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হতেই নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে এই মন্দির ঘিরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জানিয়েছেন, মাটিগাড়া-লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকায় গড়ে উঠতে চলা এই মন্দিরের নাম হবে - 'মহাকাল মহাতীর্থ মন্দির'।

মোট ১৭.৪১ একর জমির ওপর নির্মিত এই মন্দির চত্বরকে ঘিরে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তা অনুযায়ী এটি হবে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মহাকাল মন্দির , দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। দৈনিক প্রায় এক লক্ষ দর্শনার্থী একসঙ্গে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।চার কোণে চার দেবতা

তিনি আরও জানান যে শিবালয়ের প্রাচীন রীতি মেনেই মন্দির চত্বরের চার কোণে চার দেবতার অবস্থান থাকবে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে থাকবেন গণেশ, উত্তর-পশ্চিমে কার্তিক, উত্তর-পূর্বে শক্তি এবং দক্ষিণ-পূর্বে থাকবেন বিষ্ণুনারায়ণ। এই মূল মন্দিরের পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য তৈরি হবে প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র, স্যুভেনির আর্কেড, ক্যাফেটেরিয়া, ডালা কমপ্লেক্স এবং পুরোহিতদের থাকার জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা।

২১৬ ফুটের মহাকাল মূর্তি।এই মহাকাল মন্দির প্রকল্পের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি। মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। এর মধ্যে ১০৮ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জের মহাকাল মূর্তি এবং ১০৮ ফুট উচ্চতার প্যাডেস্টাল বা ভিত। এই ১০৮ ফুটের প্যাডেস্টাল ব্লকের মধ্যেই থাকবে দুটি নন্দীগৃহ, যা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থান করবে।

জ্যোতির্লিঙ্গ থেকে সংস্কৃতি হল। মন্দির চত্বরের সীমানা বরাবর তৈরি হবে ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির। পাশাপাশি ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের প্রতিরূপ স্থাপন করা হবে। দর্শনার্থীদের জন্য থাকবে একটি মিউজিয়াম ও সংস্কৃতি হল, যেখানে মহাকাল ও শৈব সংস্কৃতির ইতিহাস তুলে ধরা হবে। এছাড়াও থাকছে দুটি পৃথক প্রদক্ষিণ পথ, যেখানে একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার ভক্ত চলাচল করতে পারবেন। দুই পাশে দুটি সভামণ্ডপ, যেখানে একসঙ্গে ৬ হাজারের বেশি মানুষ বসতে পারবেন।

দিঘার জগন্নাথ মন্দির ও নিউটাউনের দুর্গা অঙ্গনের পর, উত্তরবঙ্গেও বড় আকারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চলেছে রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, শিলিগুড়ির এই মহাকাল মহাতীর্থ মন্দির সেই বৃহত্তর পরিকল্পনারই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সব মিলিয়ে, শুধু একটি মন্দির নয় - শিলিগুড়ির মহাকাল মহাতীর্থকে ঘিরে গড়ে উঠতে চলেছে এক বিশাল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন কেন্দ্র, যা আগামী দিনে উত্তরবঙ্গের মানচিত্রে আলাদা গুরুত্ব পাবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল

সিনেমার খবর

যেভাবে গ্লিসারিন মাখলে ত্বক হবে কৃতি শ্যাননের মতো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী কৃতি শ্যানন ডায়েট ও শরীরচর্চা নিয়ে খুবই সচেতন। এমনকি রূপচর্চার বিষয়েও তিনি বড়ই খুঁতখুঁতে। একাধিক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী নিজেই জানিয়েছেন সে কথা— ত্বক ভালো রাখতে সারা বছর তিনি গ্লিসারিন ব্যবহার করে থাকেন।

সারা বছর গ্লিসারিন ব্যবহার করে তিনি ত্বক ভালো রেখেছেন। কিভাবে ব্যবহার করলে লাভ হবে সে কথাও খোলাসা করেছেন অভিনেত্রী। গ্লিসারিনের গুণ অনেক। তবে সহজলভ্য বলে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু গ্লিসারিনকে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। এটি অ্যান্টিসেপটিক। ত্বক আর্দ্র রাখে।

শীতের শুষ্ক আবহাওয়া, বাতাসে জলীয় বাষ্পের ঘাটতি নাজেহাল করে তোলে ত্বককে। রুক্ষ ও নির্জীব ত্বকে তাই বাড়তি যত্নের প্রয়োজন পড়ে শীতে। এ ক্ষেত্রে ভরসা হতে পারে প্রাকৃতিক উপাদান গ্লিসারিন। এর প্রভাবে আপনার ত্বকের সমস্যাগুলো কমাতে সাহায্য করে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। বর্ণহীন ও গন্ধহীন এই তরল আদতে উদ্ভিদ থেকে মেলে। গ্লিসারিনের প্রভাবে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই কমতে পারে ত্বকের নানা সমস্যা।

শীত এলে বিভিন্ন প্রসাধনী সংস্থা নিজস্ব ব্যানারে গ্লিসারিন মিশ্রিত নানা প্রসাধনীই বাজারজাত করে থাকেন। তবে সেখানেও রাসায়নিকের ভয় থাকে। তাই ত্বকের যত্ন নিতেই এসব রাসায়নিকবিহীন খাঁটি গ্লিসারিন ব্যবহার করুন।

এ বিষয়ে কৃতি শ্যাননের রূপচর্চাশিল্পী শর্মিলা সিং ফ্লোরার মতে, মুখে জমে থাকা তেল, ধুলা-ময়লা দূর করতে বাড়ি ফিরে গ্লিসারিন ব্যবহার করে ধুয়ে নিন মুখ। গভীরভাবে ত্বক পরিষ্কার করার ক্ষমতা আছে গ্লিসারিনের।

তিনি বলেন, ত্বক থেকে পানিকে সহজে সরে যেতে দেয় না গ্লিসারিন। ত্বকের কোষে পানি ধরে রেখে ত্বককে আর্দ্র রাখে। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই বিভিন্ন ধরনের ত্বকের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্যকর। তবে ত্বকের ছোটখাটো সমস্যা, ফুসকুড়ি বা জ্বালাভাব কমাতে গ্লিসারিন কাজে আসে।

অভিনেত্রী কৃতি রোজ গোলাপজলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে মুখে মাখেন। শীতে গোলাপজলের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে টোনিং করুন ত্বক। এতে আপনার ত্বক তো ফাটবেই না, বরং শীতেও থাকবে নরম ও উজ্জ্বল।

তামান্নার হাতে একগুচ্ছ কাজ, ৬ মিনিটের পারিশ্রমিক ৬ কোটি!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়ার ব্যক্তিগত জীবনে গত বছরটি পার করেছেন নানা চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে। দীর্ঘদিনের প্রেম ভেঙে যায়, সইতে হয় বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে বিজয় ভার্মা-তামান্না প্রেমকাহিনি নিয়ে ছিল সমালোচনার গুঞ্জন।

তবে ব্যক্তিজীবনের সেই ক্ষত ক্যারিয়ারে প্রভাব ফেলতে দেননি তামান্না ভাটিয়া। বরং বিজয় ভার্মা তাকে তুচ্ছভাবে দূরে ছুড়ে ফেললেও 'আজ কি রাত', 'কাভাল্লা' কিংবা 'তুফান'-এর তালে নিজের রাজত্ব আরও পাকাপোক্ত করেছেন অভিনেত্রী। ২০২৬ সালেও রয়েছে তামান্না ভাটিয়ার হাতে একগুচ্ছ কাজ। সম্প্রতি গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদন সূত্রে এমনটিই জানা গেছে।

আর সে কারণে নতুন বছরে অভিনেত্রীর খবরের শিরোনামে এসেছে তার আকাশচুম্বী পারিশ্রমিকের কথা। তামান্না এখন আর দিন কিংবা সিনেমা চুক্তিতে নয়, বরং কাজ করছেন 'মিনিট' ধরে ধরে। আর সেই প্রতি মিনিটের পারিশ্রমিক শুনলে চোখ কপালে উঠবে যে কারও।

সম্প্রতি গোয়ায় আয়োজিত একটি হাই-প্রোফাইল অনুষ্ঠানে নৃত্যপরিবেশন করেন তামান্না ভাটিয়া। সেখানে আরও অনেক নামিদামি তারকার উপস্থিতি থাকলেও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন অভিনেত্রীই। সেই অনুষ্ঠানে মাত্র ৬ মিনিটের একটি নাচের পারফরম্যান্সের জন্য এ অভিনেত্রী দাবি করেছিলেন ৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি মিনিটের জন্য এক কোটি টাকা পকেটে পুরেছেন তিনি।

অনুষ্ঠানের টিকিটের দাম চড়া হওয়া সত্ত্বেও তামান্না ভাটিয়ার জনপ্রিয়তার কারণে কোনো টিকিটই অবিক্রীত ছিল না। মঞ্চে তার উপস্থিতিতেই দর্শকদের উন্মাদনা কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। বলিউডের বর্তমান সময়ে আর কোনো অভিনেত্রী মঞ্চে পারফরম করার জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থ পান কিনা, তা নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

অনেকেই বলছেন— পেশাদার জীবনে তামান্না এখন ক্যারিয়ারের তুঙ্গে রয়েছেন। একের পর এক আইটেম সং এবং ওয়েব সিরিজে তার সাফল্যই তাকে এমন চড়া দর হাঁকানোর সাহস জুগিয়েছে। বিচ্ছেদের বিষাদ ভুলে এখন কেবল নিজের কাজ আর নতুন উচ্চতা ছোঁয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন তামান্না ভাটিয়া।

প্রথমবার জুটি বাঁধছেন অক্ষয়-রানি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে দুজনেরই পথচলা কয়েক দশকের, ব্যক্তিগত সম্পর্কেও তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তবুও এত দীর্ঘ ক্যারিয়ারে কখনোই একসঙ্গে পর্দা ভাগ করা হয়নি সুপারস্টার অক্ষয় কুমার ও বহুমুখী অভিনয়ের জন্য পরিচিত রানি মুখার্জির। অবশেষে সেই আক্ষেপ ঘুচতে চলেছে। বলিপাড়ায় জোর গুঞ্জন, জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ওএমজি ৩'-এর মাধ্যমেই প্রথমবারের মতো জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন এই দুই তারকা।

নতুন বছরের শুরুতেই এই খবরে সরগরম বি-টাউন। শোনা যাচ্ছে, অক্ষয় কুমারের আলোচিত 'ওহ মাই গড' সিরিজের তৃতীয় কিস্তিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে রানি মুখার্জিকে। দুই শক্তিশালী অভিনয়শিল্পীকে একই ফ্রেমে দেখার সম্ভাবনায় ইতোমধ্যেই উচ্ছ্বসিত ভক্তরা।

গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, ছবিটির প্রি-প্রোডাকশনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে 'ওএমজি ৩'-এর শুটিং শুরু হওয়ার কথা। আগের দুই কিস্তির বিপুল সাফল্যের পর তৃতীয় পর্ব নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না নির্মাতারা। কাস্টিং থেকে শুরু করে চিত্রনাট্য সব ক্ষেত্রেই রাখা হচ্ছে বাড়তি সতর্কতা।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া 'ওএমজি' এবং ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'ওএমজি ২' দুটি ছবিই দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে হাস্যরসের সঙ্গে গভীর বার্তা তুলে ধরার কারণে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি বলিউডে আলাদা অবস্থান তৈরি করেছে।

সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতাতেই আসছে 'ওএমজি ৩'। আর সেখানে অক্ষয় কুমার ও রানি মুখার্জির মতো নতুন জুটির উপস্থিতি যে ছবির প্রতি প্রত্যাশা আরও বাড়িয়ে দেবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা।

কোপার ফাইনাল হারার পর ‘মরে যেতে চেয়েছিলাম’: মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

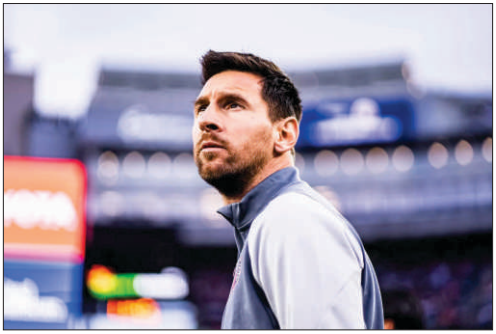

লিওনেল মেসির ফুটবল ক্যারিয়ার আজ পরিপূর্ণতার প্রতীক। ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব বড় শিরোপা জয়ের পাশাপাশি আর্জেন্টিনার হয়ে জিতেছেন বিশ্বকাপ ও একাধিক কোপা আমেরিকা। তবে সাফল্যে মোড়া এই পথচলায় ছিল গভীর হতাশা আর মানসিক ভাঙনের এক অন্ধকার অধ্যায়, যার কথা এবার নিজেই তুলে ধরেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আর্জেন্টিনার জনপ্রিয় স্ট্রিমিং চ্যানেল লুজু টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মেসি ফিরে গেছেন প্রায় এক দশক আগের সেই দুঃসহ মুহূর্তে। গত মাসে সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হলেও সম্প্রতি লুজু টিভির ইউটিউব চ্যানেলে তা প্রকাশ করা হয়। সেখানে ২০১৬ কোপা আমেরিকার ফাইনালে চিলির কাছে টাইব্রেকারে হারের পর নিজের মানসিক অবস্থার কথা অকপটে জানান মেসি।

টানা দ্বিতীয়বার কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের পর জাতীয় দলের হয়ে শিরোপাহীন থাকার সমালোচনায় ভেঙে পড়েছিলেন মেসি। সেই হতাশার গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, 'খুব অনুশোচনা হয়েছিল। মরে যেতে চেয়েছিলাম।'

ওই ম্যাচের পরই আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন মেসি। তবে কয়েক মাস পর নিজের সিদ্ধান্ত বদলে আবারও জাতীয় দলে ফেরেন তিনি। এরপর ইতিহাস বদলে যায়, আর্জেন্টিনা জেতে ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা এবং ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ।

অবসর ভেঙে ফেরার পেছনের দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমান ইন্টার মায়ামি তারকা বলেন, 'সবাইকে নিজের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু মনের ইচ্ছাকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ কী বলছে, সেসবের তোয়াক্কা না করে জাতীয় দলে ফিরতে পারাটা আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' জীবনের দর্শন তুলে ধরে মেসি আরও বলেন, 'কখনো হাল ছাড়তে নেই। পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও অন্তত জানবেন, নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য যা যা সম্ভব, সবই করেছেন।'

আবারও মেসির সতীর্থ হচ্ছেন গ্রিজম্যান!

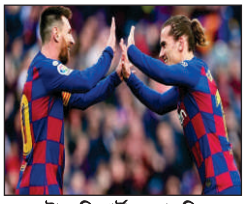

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লিওনেল মেসির নেতৃত্বে প্রথমবারের মতো এমএলএস শিরোপা জয়ের পর নতুন করে দল সাজাতে মাঠে নেমেছে ইন্টার মায়ামি। সার্জিও বুসকেটস ও জর্দি অ্যালবার অবসরের পর শূন্যতা পূরণে ইউরোপের দুই বড় তারকাকে দলে ভেড়ানোর পরিকল্পনা করছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের অ্যান্টোনিও গ্রিজম্যান ও কোকে রেসুরেকসিওনকে দলে নিতে আগ্রহী ইন্টার মায়ামি।

ডেভিড বেকহ্যামের মালিকানাধীন ক্লাবটি বর্তমানে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আর্জেন্টিনার সাবেক তারকা জাভিয়ের মাশ্চেরানো। তার অধীনে এমএলএসে আধিপত্য বজায় রাখা এবং কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপে ভালো করার লক্ষ্য নিয়েই দলকে আরও শক্তিশালী করতে চায় ‘দ্য হেরনস’। মেসি এবং রদ্রিগো ডি পলের পাশাপাশি ‘ডিজিগনেটেড প্লেয়ার’ হিসেবে নতুন কোনো তারকাকে যুক্ত করার সুযোগ আছে ক্লাবটির।

ইন্টার মায়ামি ইতোমধ্যে ৩৪ বছর বয়সী গ্রিজম্যান এবং ৩৩ বছরের কোকেএর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু করেছে। অন্যদিকে এই আলোচনার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলেন মেসি। তার সঙ্গে খেলার সুযোগ তো আছেই, পাশাপাশি ফ্লোরিডার জীবনযাত্রার মান ও স্থিতিশীল পরিবেশও ইউরোপের অভিজ্ঞ ফুটবলারদের কাছে লোভনীয় হয়ে উঠছে। গ্রিজম্যান এর আগে মেসির সঙ্গে বার্সেলোনায় একসঙ্গে তিন বছর (২০১৯-২০২২) খেলেছিলেন।

অমিতাভের সঙ্গে প্রেমিকার পরিচয় করিয়ে দিলেন হার্দিক পান্ডিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাতীয় দলের ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া সম্প্রতি মালদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে কোনো রাখঢাক না করেই প্রেমের ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। প্রায়ই প্রেমিকার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানেও ক্যামেরাবন্দি হন হার্দিক পান্ডিয়া।

এদিকে হার্দিক পান্ডিয়ার মা নলিনী পান্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলেন মাহিকা শর্মা। সামাজিক মাধ্যমে ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন— ভৌগোলিক দূরত্বের মধ্যেই মিলল দর্শন।

মাঝে মাহিকার অনামিকায় একটি হীরের আংটি দেখে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে জল্পনা শুরু হয়— হয়তো মাহিকার সঙ্গে বাগদান সেরেছেন হার্দিক পান্ডিয়া ? যদিও তাদের নিয়ে জল্পনা দেখে মাহিকা একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি ও হার্দিক মোটেই বাগদান সারেননি।

এর আগে সাবেক স্ত্রী নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আবার নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া। গতবারের মতোই এবারও মডেলের প্রেমে মজেছেন তিনি। নতুন বাড়ি কিনেছেন। একসঙ্গে গৃহপ্রবেশের ছবি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি প্রেমিকার সঙ্গে মায়ের কথাও বলিয়ে দিয়েছেন। এবার অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে আলাপ করালেন প্রেমিকার।

সম্প্রতি মুকেশ আম্বানির বাড়িতে নারী বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট দলের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেখানেই হাজির ছিলেন বিনোদন থেকে ক্রীড়াজগতের খ্যাতনামা সব ব্যক্তিত্ব। প্রেমিকা মাহিকা শর্মার হাতে হাত রেখে হার্দিকও পৌঁছে যান আম্বানিদের বাড়িতে। সেখানেই অমিতাভের সঙ্গে দেখা। ক্রিকেট তারকাকে দেখে জড়িয়ে ধরেন অমিতাভ বচ্চন।

পাশে দাঁড়ানো মাহিকা শর্মার সঙ্গে বিগ বির আলাপ করিয়ে দেন হার্দিক পান্ডিয়া। অভিনেতার কথা মন দিয়ে শোনেন মাহিকা। অমিতাভকে কুশলবিনিময় করতে দেখা যায় মাহিকার সঙ্গে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR